سورة نوح

সূরা নূহ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৮ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (১) قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (২) أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (৩) يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (৪) قَالَ
رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا (৫) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا
فِرَارًا (৬) وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا۟ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ
ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا۟ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ ٱسْتِكْبَارًا (৭) ثُمَّ إِنِّى
دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (৮) ثُمَّ إِنِّىٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (৯)
فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا (১০) يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم
مِّدْرَارًا (১১) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل
لَّكُمْ أَنْهَٰرًا (১২) مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (১৩) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (১৪)
أَلَمْ تَرَوْا۟ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا (১৫) وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ
نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا (১৬) وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا (১৭) ثُمَّ

يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ
عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾
وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۥ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا
كَثِيرًا ۥ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ
أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ۥ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি নূহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলেঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে। (২) সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (৪) আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দিষ্টকাল যখন উপস্থিত হবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! (৫) সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, (৯) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (১১) তিনি

তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, (১২) তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না! (১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (১৮) অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন। (১৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করছেন বিছানা (২০) যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। (২১) নূহ্ বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (২৩) তারা বলছে ঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অথচ এরা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব আপনি জালিমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের গোনাহ্‌সমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ্ আরও বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফির। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে ---তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নূহ্ (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছিলাম একথা বলে ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে (কুফরের শাস্তি থেকে) সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে (অর্থাৎ তাদেরকে বল ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে---দুনিয়াতে মহাপ্লাবন কিংবা পরকালে জাহান্নাম) সে (তার সম্প্রদায়কে) বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (আমি বলি ঃ) তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর (অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর), তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্দিষ্ট (অর্থাৎ মৃত্যুর) সময় পর্যন্ত (বিনা শাস্তিতে) অবকাশ দিবেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন না করলে মৃত্যুর পূর্বে যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়, বিশ্বাস স্থাপন করলে তা আসবে না। এছাড়া মৃত্যুর তো) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় (আছে) যখন (তা) আসবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ মৃত্যুর আগমন সর্বাবস্থায় জরুরী---ঈমান অবস্থায়ও,

কুফর অবস্থায়ও। কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক অবস্থায় পরকালের আযাব ছাড়া দুনিয়াতেও আযাব হবে এবং এক অবস্থায় উভয় জাহানে আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে)। খুব চমৎকার হত যদি তোমরা (এসব বিষয়) বুঝতে! (যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত এসব উপদেশ সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, তখন) নূহ্ (আ) দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত্রি (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (পলায়ন এভাবে করেছে যে) আমি যতবারই তাদেরকে (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি, যাতে (ঈমানের কারণে) আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে (যাতে সত্য কথা কানে প্রবেশও না করে; এটা চরম ঘৃণা)। মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে যাতে সত্য ভাষণদাতা দেখাও না যায় এবং সে-ও তাদেরকে না দেখে (তারা কুফরে) জেদ করেছে এবং (আমার আনুগত্যের প্রতি চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে)। অতঃ-পর (এই ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও আমি বিভিন্নভাবে উপদেশ দিতে থাকি। সেমতে) আমি তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছি (অর্থাৎ সাধারণ বক্তৃতা ও ওয়ায করেছি, যাতে স্বভাবতই আওয়াজ উচ্চ হয়ে যায়)। অতঃপর আমি তাদেরকে (বিশেষ সম্বোধনস্বরূপ) ঘোষণা-সহকারে বুঝিয়েছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (অর্থাৎ সম্ভাব্য সব পন্থায়ই বুঝি-য়েছি। এ ব্যাপারে) আমি বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর (অর্থাৎ ঈমান আন, যাতে গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়)। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (তোমরা ঈমান আনলে পারলৌকিক নিয়ামত ক্ষমা ছাড়া তিনি ইহলৌকিক নিয়ামতও দান করবেন। সেমতে) তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (অধিকাংশ মন নগদ ও দ্রুত নিয়ামত অধিক তলব করে, তাই এসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন ঃ তারা সংসারের প্রতি লোভী ছিল, তাই এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাদেরকে আরও বলেছি ঃ) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হচ্ছ না। অথচ (শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে। তা এই যে) তিনি তোমাদেরকে নানাভাবে সৃষ্টি করেছেন। উপাদান-চতুষ্টয় দ্বারা তোমাদের খাদ্য, খাদ্য থেকে বীর্য, বীর্য থেকে জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে তোমরা পরিপূর্ণ মানব হয়েছ। এটা মানবসত্তার প্রমাণ, অতঃপর বিশ্বচরাচরের প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে ঃ তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং তথায় চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে? আল্লাহ্ তা'আলা তোমা-দের মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (হয় এভাবে যে, হযরত আদম [আ] মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন, না হয় এভাবে যে, মানুষ বীর্য থেকে সৃজিত হয়েছে, বীর্য খাদ্য থেকে, খাদ্য উপাদান-চতুষ্টয় থেকে এবং উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকাই প্রবল)। অতঃপর তাতে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে নিবেন এবং (কিয়ামতে) আবার (মৃত্তিকা থেকে) পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথে চলাফেরা কর। (এসব কথা নূহ্ [আ] আল্লাহ্ তা'আলার কাছে

ফরিয়াদ করে বললেন। অবশেষে) নূহ্ (আ) বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, তারা আমাকে অমান্য করেছে আর এমন লোকদের অনুসরণ করছে, যাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে, (এখানে সম্প্রদায়ের অনুসৃত সরদারবর্গ বোঝানো হয়েছে। এই সরদারদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তাদের অবাধ্যতার কারণ ছিল। ক্ষতি করা এই অর্থেই বলা হয়েছে। তাদের অনুসৃত সরদাররা এমন) যারা (সত্যকে মিটা-নোর কাজে) ভয়ানক চক্রান্ত করেছে। তারা (অনুসারীদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনও ত্যাগ করো না এবং (বিশেষভাবে) ত্যাগ করোনা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (সমধিক প্রসিদ্ধির কারণে এসব দেবদেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। এরা অনেককে পথহারা করেছে। (এই পথভ্রষ্ট করাই ছিল ভয়ানক চক্রান্ত। আপনার বক্তব্য لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ থেকে আমার বুঝতে বাকী নেই যে, এরা ঈমান আনবে না। তাই দোয়া করি) আপনি এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন; (যাতে ওরা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য পাত্র হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, দোয়ার উদ্দেশ্য অধিক পথভ্রষ্টতা নয় বরং ধ্বংসের যোগ্য পাত্র হওয়ারই দোয়া করা হয়েছে। ওদের শেষ পরিণতি এই হয় যে) ওদের এসব গোনাহ্র কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার পর) জাহান্নামে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। নূহ্ (আ) আরও বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না; (বরং সবাইকে ধ্বংস করে দিন। অতঃপর এর কারণ বর্ণিত আছেঃ) আপনি যদি ওদেরকে রেহাই দেন, তবে (لَنْ يُّؤْمِنَ---বক্তব্য অনুযায়ী) তারা আপনার বান্দা-দেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং (পরেও) তাদের কেবল পাপাচারী ও কাফির সন্তানই জন্মগ্রহণ করবে। (কাফিরদের জন্য বদদোয়া করার পর মু'মিনদের জন্য নেক দোয়া করলেনঃ) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুত্র কেনান ব্যতীত পরিবার-পরিজনকে) এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন। (এ স্থানে উদ্দেশ্য যেহেতু কাফির-দের জন্য বদদোয়া ছিল, তাই পরিশেষে আবার বদদোয়াই করা হচ্ছেঃ) এবং জালিম-দের ধ্বংস আরও বাড়িয়ে দিন। [অর্থাৎ ওদের উদ্ধারের যেন কোন উপায় না থাকে এবং ধ্বংসই যেন প্রাপ্ত হয়। এই দোয়ার আসল উদ্দেশ্য এটাই ছিল। বাহ্যত জানা যায় যে, নূহ্ (আ)-র পিতামাতা মু'মিন ছিলেন। এর বিপরীত প্রমাণিত হলে দূরবর্তী পিতৃ ও মাতৃপুরুষ বুঝানো হবে]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ---مِنْ অব্যয়টি প্রায়শ কতক অর্থ জ্ঞাপন করার

জন্য ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কেননা, বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্য ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে; যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে; যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেওয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববর্তী সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা অথবা মাফ নেওয়া শর্ত। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে مِن অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে উল্লিখিত শর্তটি অপরিহার্য।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى — اجل مسمى এর অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান না আনলে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আযাবে ধ্বংস করে দেওয়ারও আশংকা আছে। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণত তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার কাজে বয়স বৃদ্ধি পাওয়াও সম্ভবপর। পিতা মাতার আনুগত্য ও সেবা-যত্নের ফলে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা ঃ তফসীরে মাযহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ তকদীর দুই প্রকার---১. চূড়ান্ত অকাট্য এবং ২. শর্তযুক্ত। অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুযে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণত ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে।

উভয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লিখিত আছে।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ-অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লওহে-মাহ্ফুযে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। 'আসল কিতাব' বলে সেই কিতাব বুঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তকদীর লিখিত আছে। কেননা, শর্তযুক্ত তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্ত পূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাট্য ফয়সালা লিখা হয়।

হযরত সালমান ফারসীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد فى العمر الا البر —অর্থাৎ দোয়া ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ্‌র ফয়সালা রোধ করতে পারে না এবং পিতামাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোন কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তযুক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সার কথা, আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তযুক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত নূহ্ (আ)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোন পার্থিব আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবস্থায় পরকালের আযাব ভিন্ন হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না বরং অকাট্য তকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেন নি এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এ তে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন পার্থক্য হয় না। اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে।

অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্য নূহ্ (আ)-র বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীন-ভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছেঃ নূহ্ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।

যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ তাঁর সম্প্রদায়ের প্রহা-রের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আস-রেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেনঃ رب اغفر لقومى انهم لا يعلمون—অর্থাৎ হে আমার

পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কারণ, ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্য-পালনে মশগুল থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নূহ্ (আ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মো'জেযা হিসেবে দীর্ঘ বয়স্ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুষ্টমতি প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ্ (আ) সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন ঃ আমি ওদেরকে দিবা-রাত্রি দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে ---সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জান্নাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি---ঈমান ও সৎ কর্মের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন এবং কখনও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপর দিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে বলে দিলেন ঃ আপনার সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না।

أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ আয়াতের মতলব তাই। এমনি নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌঁছে হযরত নূহ্ (আ)-র মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হল। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তবে মু'মিনগণ রক্ষা পেল। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ্ (আ) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পার্থিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ---এ থেকে

অধিকাংশ আলিম বলেন যে, গোনাহ্ থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহ্ তা'আলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোন রহস্যের কারণে খিলাফও হয় কিন্তু তওবা ইস্তেগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا---

এই আয়াতে তওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এতে فِيهِنَّ বলায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ্ (আ) আরও বললেন ঃ

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا—অর্থাৎ তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরাতো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও নূহ্ (আ)-র পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا অর্থাৎ আমরা আমাদের দেবদেবী বিশেষত এই পাঁচজনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লিখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ্ (আ)-র আমলের মাঝামাঝি। তাঁদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্র ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল ঃ তোমরা যে সব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল ঃ তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا —অর্থাৎ এই জালিমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। নূহ্ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতার দোয়া করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্ (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সে মতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। নূহ্ (আ) তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেওয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

مِمَّا خَطِيْٓئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا — অর্থাৎ তারা তাদের গোনাহ্ অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যত পরস্পর বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ্র কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলা বাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে বরং এটা বরযখী অগ্নি। কোরআন পাক এই বরযখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

কবরের আযাব কোরআন দ্বারা প্রমাণিত ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, বরযখ জগতে অর্থাৎ কবরে বাস করার সময়ও মৃতদের আযাব হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, কবরে যখন কু-কর্মীর আযাব হবে, তখন সৎকর্মীরাও কবরে সুখ ও নিয়ামত-প্রাপ্ত হবে। সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে কবর অভ্যন্তরে আযাব ও সওয়াব হওয়ার বর্ণনা এত অধিক ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে এবং এটা স্বীকার করা আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামা-আতের আলামত।
